আলমডাঙ্গার রুইথনপুর পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

আলমডাঙ্গার রুইথনপুরে পানিতে ডুবে খাদিজা খাতুন (২) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে।

সোমবার সকাল ১০ টার দিকে নিজ বাড়ির টিউবওয়েলের গর্তে পড়ে শিশুটির মর্মান্তিক হয়। শিশু খাদিজা খাতুন রুইথনপুর গ্রামের বাবলু হোসেনের মেয়ে। খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানাপুলিশ উপস্থিত হয়ে শিশু খাদিজার সুরতহাল রিপোর্ট সংগ্রহ করে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার চিৎলা ইউনিয়নের রুইথনপুর গ্রামের বাবুল হোসেনের শিশু কণ্যা খাদিজা খাতুন। সোমবার সকালে শিশু খাদিজার মা আঙ্গুরা খাতুন ও পরিবারের লোকজন উঠানে কাজ করছিলো। শিশু খাদিজা খেলার ফাঁকে বাড়ির সন্নিকটে টিউবওয়েলের গর্তে পড়ে যায়।

পরে, পরিবারের লোকজন শিশু খাদিজাকে না পেয়ে খুঁজতে থাকে। খুঁজতে গিয়ে টিউবওয়েলের গর্তে শিশুর লাশ ভাসতে দেখে। শিশুকে উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিলে কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত ঘোষণা করে।

শিশু কণ্যার মৃত্যুর ঘটনায় আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ উপস্থিত হয়ে সুরতহাল রিপোর্ট সংগ্রহ করে। দুপুরে শিশুর চাচা জুয়েল রানা আলমডাঙ্গা থানায় উপস্থিত হয়ে অপমৃত্যুর মামলা দায়ের করেন।

কেরুজ সাবেক সভাপতির মা-ভাইসহ প্রয়াত শ্রমিক-কর্মচারীর আত্নার মাগফেরাত কামনায় দোয়া

মাহফিল

কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী মা আবিদা খাতুন সম্প্রতি প্রয়াত হয়েছেন। ইতিপূর্বে তার বড়ভাই ততকালীন কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মজিবুর রহমান সড়ক দূর্ঘটনায় মারা যান।

প্রয়াত মা-ভাই সহ কেরুজ চিনিকলের সকল প্রয়াত শ্রমিক-কর্মচারীর আত্নার মাগফেরাত কামনায় দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। রোববার বিকালে তৈয়ব আলী সংগঠন কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পর্বে প্রধান অতিথির বক্তব্য দেন দর্শনা পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান। অতিথি ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক মাহফুজুর রহমান মঞ্জু, সৈয়দ মজনুর রহমান, কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহমেদ সবুজ, সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ, সহসভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান, সহসাধারণ সম্পাদক খবির উদ্দিন।

সভাপতিত্ব করেন সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী।

সাবু তরফদারের উপস্থাপনায় আরো উপস্থিত ছিলেন সাবেক সভাপতি হাফিজুল ইসলাম, সাবেক সহসভাপতি ফারুক আহমেদ, শ্রমিক নেতা হাফিজুল ইসলাম, আ. রব বাবু, রেজাউল করিম সবুর, জুলফিকার হায়দার প্রমুখ।

দর্শনা কেরুজ চিনিকলে মরাগাছ কাটার অযুহাতে বাগান কেটে সাবাড়

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের বয়লারে খড়ি জন্য মরাগাছ কাটার অযুহাতে বাগান কেটে সাবাড় করে দেয়ার অভিযোগ উঠেছে বীজ পরিদর্শন ও কৃষিতত্ব বিভাগের ব্যবস্থাপক দেলোয়ার হোসেনের বিরুদ্ধে।

বিষয়টি জানাজানি হলে শাক দিয়ে মাছ ঢাকার পায়তারা চালাচ্ছেন

চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক। বিষয়টি তদন্তপূর্বক অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি তুলেছে সচতেন মহল।

জানাগেছে, দর্শনা কেরুজ চিনিকলের মাড়াই মোরসুম শুরু হলে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বয়লারের জন্য খড়ি সংগ্রহ করে থাকে। বিধি মোতাবেক ২০২১-২২ মড়াই মোরসুমে টেণ্ডারে অংশ গ্রহণ করে খড়ি সরবরাহের জন্য অনুমোদন পায় দর্শনা ইসলাম বাজারের ঠিকাদার আতিয়ার রহমান হাবু।

তিনি চুক্তি মোতাবেক চলতি মাড়াই মোরসুমে ৪৫ কার্যদিবসের জন্য ১১শ মেট্রিক টন খড়ি সরবরাহ করেন। মাঝে পথে বয়লারে দেখা দেয় খড়ির সংকট। সে সংকট মেটাতে কর্তৃপক্ষ তড়িঘড়ি করে চিনিকলের বিভিন্ন কৃষি খামারের মরাগাছ কাটার নির্দেশ দেন।

সেই সাথে গাছ কাটার জন্য ২ লাখ টাকা বরাদ্ধও দেয়া হয়। অভিযোগ উঠেছে গাছ কেটে খড়ি সংগ্রহ করার দায়িত্বে থাকা বীজ পরিদর্শন ও কৃষিতত্ব বিভাগের ব্যবস্থাপক দেলোয়ার হোসেন খড়ি সংগ্রহের অযুহাতে বিভিন্ন খামারের মূল্যবান গাছ কেটে সাবাড় করে দিয়েছেন।

মূল্যবান গাছে ফার্ণিচার তৈরীরর উপযোগি সারি গাছগুলো অন্যত্রে সরিয়ে রেখেছেন। সেই সাথে প্রায় দেড়লাখ টাকার খড়ি অন্যত্রে বিক্রিও করে দিয়েছেন তিনি।

যদিও গাছ কাটার জন্য কর্তৃপক্ষ বীজ পরিদর্শন ও কৃষিতত্ব বিভাগের ব্যবস্থাপক দেলোয়ার হোসেনকে প্রধান করে মহা-ব্যবস্থাপক (অর্থ) গোলাম জাকারিয়া, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ইয়াসির আরাফাত ও জহির উদ্দিনের (ভুমি) সমন্বয়ে ৪ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করে দিয়েছেন।

একটি সূত্র জানিয়েছে, প্রতিবছর মাড়াই মরসুমে সংকট দেখিয়ে কৃষি খামারের মূল্যবান গাছ কর্তন করা হয়ে থাকে। তা থেকে কিছু অংশ খড়ি হিসাবে বয়লারে যায়। আর গাছের মূল্যবান অংশ কারো কারো বাড়ির ফার্নিচার বানানোর জন্য চোখের আড়াল করে রাখা হয়। পরে সুযোগ সুবিধা বুঝে স মিলে নিয়ে চেরা হয়।

এব্যাপারে অভিযুক্ত দেলোয়ার হোসেন বলেন, আমার ভুল হয়েছে।

মরাগাছ কাটার অযুহাতে খামারের বাগান কেটে সাবাড় করার ব্যাপারে চিনিকলের ব্যবস্থপনা পরিচালক মোশারফ হোসেন অভিযুক্ত দেলোয়ারের পক্ষ নিয়ে বলেন, আমি সব জানি। কোন অনিয়ম হয়নি। কমিটির মাধ্যমে গাছ কাটা হচ্ছে। আর কাটার জন্য অর্থও বরাদ্ধ দেয়া হয়েছে। শুনেছি

একটি গাছ কাটা হয়েছে খতিয়ে দেখছি। এ যেন শাখ দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা। সচেতন মহলের দাবি চনিকিলটিতে সব জায়গায় চলেছে লুটপাট। তার পরও বিষয়টি খতিয়ে দেখে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে করপোরেশন যেন যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের ভ্রাম্যমান অভিযানে জরিমানা

আলমডাঙ্গার কুমারী বাজারে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ভ্রাম্যমাণ অভিযান পরিচালনা করেছে।

রোববার দুপুরে পরিচালিত এ অভিযানে ৮ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। জানা গেছে, চুয়াডাঙ্গা ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারি পরিচালক সজল আহম্মেদের নেতৃত্বে আলমডাঙ্গার কুমারী বাজারে ভ্রাম্যমান অভিযান পরিচালিত হয়। অভিযানে নোঙর কফি এন্ড স্ন্যাকস প্রতিষ্ঠানে তদারকিকালে ফ্রিজ ভর্তি মেয়াদোত্তীর্ণ পানি ও কোকাকোলা, কফি বানানোর মেয়াদ উত্তীর্ণ দুধ, বার্গারের জন্য মেয়াদ উত্তীর্ণ বনরুটি রাখার অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন-২০০৯ এর ৫১ ধারায় ৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এ সময় মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্যগুলো ঘটনাস্থলেই নষ্ট করা হয়।

একই সময় মেসার্স রহিম স্টোরে মেয়াদোত্তীর্ণ পণ্য ও পণ্যের মুল্যতালিকা যথাযথভাবে প্রদর্শন না করায় ৩৮/ ৫১ ধারায় ২ হাজার টাকা ও মেসার্স শীতল মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করায় ১ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমান জরিমানাকালে সহযোগিতায় ছিলেন আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের একটি টিম।

আলমডাঙ্গায় পানিতে ডুবে ৬ বছরের শিশুর মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় পানিতে ডুবে সুরভী খাতুন (৬) নামে এক শিশুকন্যার মৃত্যু হয়েছে।

রোববার দুপুরে উপজেলার ভাংবাড়ীয়া ইউনিয়নের ভোগাইল গ্রামে এঘটনা ঘটে। সুরভী খাতুন একই গ্রামের মাঝেরপাড়ার সবুজ হোসেনের মেয়ে। সন্ধ্যায় মরদেহ দাফন সম্পন্ন করা হয়েছে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের ভোগাইবগাদি গ্রামের সবুজ হোসেনের শিশু কণ্যা সুরভী। রবিবার দুপুরে ছোট ছেলে হুজাইফাকে গোসল শেষ করে ঘুম পাড়ানোর জন্য দুগ্ধ পান করাচ্ছিলেন মা রোজিনা খাতুন।

এই সুযোগে শিশু সুরভী খাতুন বল নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে যায়। কিছুক্ষন পর হুজাইফা ঘুমিয়ে পড়লে মেয়ে সুরভীকে গোসল করানোর জন্য খুজতে থাকে মা।

অনেকক্ষন খোঁজাখুঁজির পর বাড়ির পাশে থাকা ঢোবার (বড় গর্ত) সামনে সুরভীর স্যান্ডেল ও বলটি ভাসতে দেখে স্থানীয়রা। পরে ঢোবার পানির মধ্যে থেকে সুরভীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) সাইফুল ইসলাম বলেন, পরিবারের অসাবধানতায় শিশুটি গর্তের পানিতে ডুবে মৃত্যু হয়েছে। অভিযোগ না থাকায় মরদেহ পরিবারের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে

আলমডাঙ্গায় ট্রেনে টেনে নিলো বৃদ্ধকে, মিললো রক্তাক্ত মরদেহ

রেললাইনের উপরে গামছা তুলতে গিয়ে দ্রুতগামী আন্তঃনগর বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেনে টেনে নিলো বৃন্ধকে। ৫০ ফিট দুরে মিললো বৃদ্ধর ক্ষতবিক্ষত লাশ।

ঘটনাটি আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার মহিলা কলেজ সন্নিকটে ঘটেছে । নিহত বৃদ্ধ মেগলান বেথ (৭৫) মৃত হারান বেথ এর ছেলে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার মহিলা কলেজের সন্নিকটে রেললাইন পাশে প্রায় দুই যুগ ধরে বসবাস করে মেগনাল বেথ তার পরিবার। মেগনাল বেথ বয়সের কারণে কানে শুনতে পারে না।

রবিবার বেলা সাড়ে ৩ টার দিকে রেললাইনের উপরে গামছা তুলতে যায়। খুলনা থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে ছেড়ে যাওয়া দ্রুত গামি আন্তঃনগর বেনাপোল এক্সপ্রেস ট্রেন তাকে ধাক্কা মারে।

মেগনালকে টেনে নিয়ে যায় প্রায় ৫০ ফিট দুরে। সেখান থেকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে বৃদ্ধ মেগনালের রক্তাক্ত মরদেহ।

স্মরণকালের রেকর্ড ভাংলো কম আখ মাড়াইয়ে ॥ লোকসান হতে পারে ৭০ কোটি টাকা

দর্শনা কেরুজ চিনিকলের আখেরী হুইসেল বাজিয়ে ২০২১-২০২২ আখ মাড়াই মৌসুম শেষ করল ঐত্যিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠান কেরুজ চিনিকল।

কেরু সুত্রে জানা যায় দিনগত রাত আড়াইটার দিকে এ ২০২১-২০২২ আখ

মাড়াই মৌসুম শেষ করে। এবার স্মরণকালের রেকর্ড ভাংলো কম আখ মাড়াইয়ে। শুধু আখ মাড়াইয়ের ক্ষেত্রেই নয়, মাড়াই দিবস থেকে শুরু করে চিনি আহরণের হার ও উৎপাদন কমের ক্ষেত্রেও এবার রেকর্ড ভেঙ্গেছে।

গত মরসুমে ৭৬ কোটি টাকা লোকসান গুনলেও এবারের লোকসানের বোঝা ৭০ কোটিও পেরুতে পারে। চলতি আখ মাড়াই মরসুম আজ শেষ হচ্ছে। আখ মাড়াইয়ের ক্ষেত্রে লক্ষমাত্রা অতিক্রম করলেও চিনি আহরণের হার নিন্মমুখি হওয়ায় উৎপাদনে থাকছে বিশাল ঘাটতি।

গত বছরের ২৪ ডিসেম্বর বিকালে ৭৬ কোটি টাকা লোকসানের বোঝা মাথায় নিয়ে ২০২১-২২ আখ মাড়াই মরসুমের শুভ উদ্বোধন করেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শিল্পমন্ত্রী নুুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ন, বানিজ্য মন্ত্রী টিপু মুন্সি, শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার, চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন, চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য হাজি আলী আজগার টগর, শিল্প সচিব জাকিয়া সুলতানা, বাংলাদেশ চিনি ও খাদ্য শিল্প করপোরেশনের চেয়ারম্যান আরিফুর রহমান অপু।

কেরুজ চিনিকল কর্তৃপক্ষ থেকে পাওয়া তথ্য অনুযায়ি এ মরসুমে সর্বমোট ৪ হাজার ৬২৭ একর জমির আখ মাড়াই করা হয়। যার মধ্যে কেরুজ নিজস্ব জমির পরিমান ছিলো মাত্র ৯৮৯ একর ও কৃষকের জমিতে আখ ছিলো ৩ হাজার ৬৩৮ একর। লক্ষমাত্রা অনুযায়ি মাত্র ৪৪ দিনে ৫০ হাজার মেট্রিকটন আখ মাড়াই করে চিনি উৎপাদন নির্ধারন করা হয় সাড়ে ৩ হাজার মেট্রিকটন। চিনি আহরণের গড় হার নির্ধারণ করা ছিলো ৭ দশমিক শূন্য।

গত শনিবার পর্যন্ত ৫০ মাড়াই দিবস পর্যন্ত আখ মাড়াই করা হয়েছে ৫২ হাজার ৮৫০ মেট্রিকটন। গতকাল রবিবার সকাল পর্যন্ত মাড়াই পরিমান সর্বমোট দাড়াতে পারে ৫৪ হাজার মেট্রিকটনে। গড় মাড়াই ১ হাজার ৬৪ মেট্রিকটন। এ পর্যন্ত চিনি উৎপাদন হয়েছে ২ হাজার ৮৮৪ মেট্রিক টন।

সবশেষ চিনি উৎপাদনের পরিমান দাড়াতে পারে ৩ হাজার মেট্রিকটন। চিনি আহরণের গড় হার ছিলো ৫ দশমিক ৬০ শতাংশ। অন্যদিকে গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমেই শুরু হয় ইক্ষু রোপন মরসুমের কার্যক্রম। শুরুর দিকে লক্ষমাত্রা নির্ধারণ করা হয় সাড়ে ১০ হাজার একর জমিতে আখ রোপনের।

যা পরে সংশোধন করে সাড়ে ৩ হাজার একর জমি বাদ দেয়া হয়েছে। ফলে ৭

হাজার একর জমিতে আখ রোপন করতে হবে। এর মধ্যে কেরুজ চিনিকলের নিজস্ব জমির পরিমান মাত্র ১ হাজার ৩৫ একর এবং বাকী ৫ হাজার ৯৬৫ একর জমি কৃষকের। গতকাল ১২ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সর্বমোট আখ রোপন করা হয়েছে ৩ হাজার ৭১৮ একর জমিতে।

এর মধ্যে কেরুজ চিনিকলের নিজস্ব জমি ৭৮৯ ও কৃষকের ২ হাজার ৯২৯ একর জমিতে। স্মরণকালের কম পরিমান আখ নিয়ে চলতি আখ মাড়াই মরসুমের আজ ৫১ মাড়াই দিবস। এবারো কোন প্রকার যান্ত্রিক ত্রুটির কবলে পড়তে হয়নি মিলটিকে। তবে দূর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে ৩০ ঘন্টা আখ মাড়াই বন্ধ রাখতে হয়েছে।

কেরুজ চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোশারফ হোসেন জানান, আগামি মরসুমে চিনি কারখানাকে লাভজনক অবস্থায় নেয়া সম্ভব না হলেও বড়ধরণের লোকসান কমাতে প্রয়োজনীয় সবধরণের প্রস্তুতি গ্রহন করা হয়েছে।

আখচাষে আগ্রহী করে তোলা হচ্ছে কৃষকদের। কৃষকদের সকল ধরণের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। কৃষদের সাথে সভা-সমাবেশ, উঠান বৈঠক চলমান রয়েছে।

তিনি এলাকার আখচাষিদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছেন, বেশী বেশী আখচাষ করে অধিক মুনাফা অর্জনের পাশাপাশি আপনাদের মূলবান সম্পদ কেরুজ চিনিকলটি রক্ষা করুন।

তিনি আরও বলেন কৃষি প্রধান বাংলাদেশ অর্থনীতির মৃল ভিত্তি হলো কৃষি। চিনি শিল্প ছিলো কৃষি ভিত্তিক শিল্প তাই এ মিলটির জন্য যা যা করার দরকার আমি সব রকব চেষ্টা করে যাচ্ছি। গত বছরের তুলনায় সব মিলিয়ে ১০ কোটি টাকা লাভ হবে বলে মনে করছি।

বাঙ্গালীর প্রতিটি অর্জন কিন্তু রক্তের বিনিময়ে হয়েছে

চুয়াডাঙ্গা ১ আসনের এমপি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলাইমান হক

জোয়াদ্দার ছেলুন আলমডাঙ্গার জামজামি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নজরুল ইসলামের আমন্ত্রণে চা চক্রে মিলিত হয়েছেন।

শনিবার সকাল ১০ টার দিকে জামজামি ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে এ চা চক্র অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে উপজেলা আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও ইউনিয়নে নেতাকর্মীদের সাথে আলাপচারী করেন।

অনুষ্ঠানে চুয়াডাঙ্গা ১ আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা ছেলুন জোয়াদ্দার জণগণের উদ্দেশ্যে বলেন,ফেব্রুয়ারী মাস ভাষার মাস। এই যে আমরা বাংলায় কথা বলছি, মায়ের ভাষা এইটা কিন্তু এমনি এমনি আসেনি। এর জন্য রক্ত দিতে হয়েছে ।

বাঙ্গালীর প্রতিটি অর্জন কিন্তু রক্তের বিনিময়ে হয়েছে। আপনারা যারা প্রবীন আছেন অনেকেই জানেন। অনেকেই জানেন না। সামনে ২১ ফেব্রুয়ারী। আমরা যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করি।

এর মধ্যেও কিছু ব্যাপার আছে। আমাদের দেশে কিছু ধর্ম ব্যবসায়ী আছে, তারা বলবে এটা পালন করা যাবেনা। যারা শহীদ হয়েছে আমরা তাদের শ্রদ্ধা জানাই। আমরা তো অন্যকিছু করিনা।

তিনি বলেন,আমরা স্বাধীনতার ৫০ বছর পালন করছি। ১৯৭১ সাল থেকে ২২ সাল পর্যন্ত এই ৫০ বছর পূর্তি উৎসব পালন করছি । আপনারা বলেন, এখানে যদি বিএনপি- জামায়াতের কেউ থেকে থাকেন আপনিও বুকে হাত দিয়ে বলেন,এই ৫০ বছরে আওয়ামী লীগ যে কয় বছর ক্ষমতায় এসেছে, শেখ হাসিনা যে উন্নয়ন করেছে, এই ৫০ বছরে আর কোন সরকার করেছে? কেউ করেনি। অনেকেই এমপি হয়েছে তারা এই অঞ্চলের জন্য কিছুই করেনি।

শেখ হাসিনা দেশের জন্য কি করেনি, বিধবা ভাতা বয়স্ক ভাতা,মা- বোনদের মাতৃকালীন ভাতা দিচ্ছে। স্কুলের শিক্ষার্থীদের উপবৃত্তি দিচ্ছে। কৃষকদের ভুর্তকী দিচ্ছে, মোবাইলে টাকা চলে আসছে। এইসব গুলো বিএনপি জামাত সহ্য করতে পারছে না। তাদের আর কোন ইস্যু নেই। এখন বলছে ম্যাডাম খালেদা জিয়াকে বিদেশে পাঠাতে হবে। কেনো এদেশে চিকিৎসা নিয়ে সুস্থ হয়ে তিনি বাড়ি ফিরেছেন।

আজকে শেখ হাসিনা যে উন্নয়ন করেছে। দেশ যখন উন্নয়ন রোল মডেল হিসেবে এগিয়ে যাচ্ছে, তখন বিএনপি জামায়াত ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। দলের নেতা কর্মিদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। সাধারন মানুষকে বোঝাতে হবে। শেখ হাসিনা যেসব উন্নয়ন করেছে, সেগুলো তুলে ধরতে হবে।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলি মাস্টার, জেলা আওয়ামী লীগের বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম, সাবেক পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ও জেলা পরিষদের সদস্য আবু মুছা, জামজামি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি রাহাব উদ্দিন, আলমডাঙ্গা উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি ও উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান সালমুন আহম্মেদ ডন, পৌর আওয়ামী লীগের যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক সাইফুল ইসলাম পিন্টু, জেলা পরিষদের সদস্য ও জেলা যুবলীগের সদস্য তপন কুমার বিশ্বাস, আওয়ামীলীগ নেতা শাহাদত, ইউনিয়ন যুবলীগের আহবায়ক আবু মুছা, যুগ্ন আহবায়ক লাল্টু রহমান, খালেক, আসাদুজ্জামান, ডেভিড, দাউদ আলি, লসকরসহ জামজামি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

আলমডাঙ্গায় মানসিক রোগে আক্রান্ত এক নারীর আত্নহত্যা

আলমডাঙ্গার মোড়ভাঙ্গায় মানসিক রোগে আক্রান্ত শিউলি খাতুন নামের এক নারী গলায় ওড়না দিয়ে ফাঁস লাগিয়ে আত্নহত্যা করেছে।

শনিবার দুপুর ১ টার দিকে শিউলির পিতার বাড়ি মোড়ভাঙ্গা গ্রামে এ আত্নহত্যার ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় শিউলির পিতা বাদি হয়ে আলমডাঙ্গা থানায় অপমৃত্যুর মামলা দায়ের করেন।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার হারদি ইউনিয়নের মোড়ভাঙ্গা গ্রামের ইলুমদ্দিনের মেয়ে শিউলি খাতুন (৩২)। সে দীর্ঘ ১২ বছর যাবৎ মানসিক রোগে ভুগছিলো। তাকে পাবনার মানসিক হাসপাতালে নিয়মিত চিকিৎসা কার্যক্রম চলছিলো।

শিউলি খাতুন মানসিক রোগী হওয়ায় প্রথম স্বামীর নিকট ডিভোর্সের পর গত ৩ বছর পূর্বে রোয়াকুলি গ্রামের জহুরুলের সাথে বিবাহ হয়। বিবাহ পর থেকে সে তার পিতার বাড়ি মোড়ভাঙ্গাতে থাকে এবং চিকিৎসা করে।

শনিবার দুপুর ১ টার দিকে মোড়ভাঙ্গায় তার পিতার বাড়িতে নিজ ঘরের

ফ্যানে ওড়না পেঁচিয়ে আত্নহত্যা করে।

এ ঘটনায় খবর পেয়ে শনিবার দুপুরে আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) অপারেশন একরাম হোসেন সঙ্গীয় ফোর্স ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। সুরতহাল রিপোর্ট শেষে দাফন সম্পন্ন করে শিউলির পরিবারের লোকজন।

দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড বাজার কমিটির ত্রিবার্ষিক নির্বাচন সম্পন্ন

দামুড়হুদা উপজেলা সদরে বাসস্ট্যান্ড বাজার কমিটির ত্রিবার্ষিক নির্বাচন সকল প্রকার স্বাস্থ্যবিধি মেনে আনন্দ উৎসবের মধ্যে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ছাড়াই শান্তিপূর্ণ ভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

শনিবার সকাল ৯ থেকে বিরতিহীন ভাবে বিকাল ৩টা পর্যন্ত দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড বাজার কমিটির ত্রিবার্ষিক নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক ঘোষিত সকল প্রকার স্বাস্থ্য বিধি মেনে, শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে তাদের পছন্দের প্রার্থীদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন।

উক্ত নির্বাচনে ১০টি পদের বিপরীতে ২২ জন প্রার্থী থাকলেও ৪টি পদের প্রার্থীরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। ৬টি পদের বিপরীতে সরাসরি ভোট যুদ্ধে নামেন ১৩ জন প্রার্থী। মোট ভোটার ২১৩ হলেও ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন ২০৪ জন ভোটার।

সভাপতি পদে ২ জনের মধ্যে মোঃ মাকসুদুর রহমান রতন (মোটরসাইকেল) প্রতীক নিয়ে ১১০ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোঃ আশরাফুল আলম (ছাতা) প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ৯৩ ভোট।

সহ-সভাপতি পদে ২ জনের মধ্যে মোঃ মুনতাজ (ফুটবল) প্রতীক নিয়ে ১৪১ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছে, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোঃ শাহজাহান (আনারস) প্রতীক নিয়ে পেয়েছেন ৬২ ভোট।

সাধারণ সম্পাদক পদে ৩ জনের মধ্যে মোঃ সাদেক আলী পাখি (চশমা) প্রতীক নিয়ে ৮৫ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোঃ মোস্তাফিজুর (আম) প্রতীক নিয়ে ৭০ ভোট ও শাহিদুল ইসলাম সাইদুল (টিউবওয়েল) প্রতীক নিয়ে ৪৯ ভোট পেয়েছেন।

যুগ্ম-সম্পাদক পদে ২ জনের মধ্যে মোঃ মনিরুল ইসলাম (টেবিল) প্রতীক নিয়ে ১২৭ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোঃ রবিউল ইসলাম (বৈদ্যুতিক পাখা) প্রতীক নিয়ে ৭৫ ভোট পেয়েছেন।

কোষাধ্যক্ষ পদে ২ জনের মধ্যে মোঃ সাব্বির আহমেদ সবুজ (তালগাছ) প্রতীক নিয়ে ১৫৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন, তার নিকটতম মোঃ সাইফুল ইসলাম সজল (সূর্যমুখী ফুল) প্রতীক নিয়ে ৩৫ পেয়েছেন।

ক্রীড়া সম্পাদক পদে ২ জনের মধ্যে মোঃ আব্দুল হাই (জগ) প্রতীক নিয়ে ১০৯ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী মোঃ ইমান মোল্লা (আপেল) প্রতীক নিয়ে ৯১ ভোট পেয়েছেন।

বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যারা নির্বাচিত হয়েছেন, সাংগঠনিক সম্পাদক পদে মোঃ আব্দুল খালেক,দপ্তর সম্পাদক পদে মোঃ আজের আলী,প্রচার সম্পাদক পদে মোঃ শহিদুল বগা,নির্বাহী সদস্য পদে মোঃ নাজমুল, মোঃ ইয়ানবী, মোঃ হাফিজুর, মোঃ আতিয়ার রহমান মিলন, মোঃ সাইফুল, মোঃ হাফিজুর রহমান।

দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড বাজার কমিটির নির্বাচনে প্রধান ভোট গ্রহন কর্মকর্তার দায়িত্ব পালন করেন দামুড়হুদা উপজেলা সমবায় অফিসার মোঃ হারুন-অর-রশীদ। সার্বিক তত্বাবধানে ছিলেন দামুড়হুদা বাসস্ট্যান্ড বাজার কমিটির আহ্বায়ক হাজি আব্দুল হামিদ।